গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং ১২.০০.০০০০.০৩০.৪০.১৬২.২০১৭-১১০

তারিখ: ১৫/০৫/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয় ঃ আগামী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বেসরকারী পর্যায়ের মাধ্যমে সার আমদানি ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বেসরকারী পর্যায়ের মাধ্যমে ২.৭৫ লক্ষ মে. টন টিএসপি, ৪.৫০ লক্ষ মে. টন ডিএপি, ৩.৫০ লক্ষ মে. টন এমওপি এবং ০.২০ লক্ষ মে. টন পাউডার এমএপি সার সংগ্রহ করা হবে। সারের সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রণীত হওয়ায় বিগত ২৯/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ নং-১২.০০.০০০০.০৩০.০৪০.১১৫.১৫-৫৮ স্মারকে জারীকৃত "নন-ইউরিয়া সার আমদানি, বিক্রয় এবং ভর্তুকি বিতরণ/প্রদান পদ্ধতি" সংক্রান্ত পরিপত্রের আলোকে এবং নিম্ন-বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক ভর্তুকির আওতায় বেসরকারী পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত কোটার সার সংগ্রহের জন্য সার আমদানিকারকগণের (নিজস্ব প্যাডে) নিকট হতে প্রস্তাব আহবান করা যাচ্ছে ঃ

ক। বেসরকারী পর্যায়ে সার আমদানির লক্ষ্যে আগামী ৩১ মে ২০১৭ তারিখ সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে সীলগালাকৃত খামে প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত খামের উপর সারের নাম উল্লেখ করতে হবে। সীলগালাকৃত খামে প্রস্তাবসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৫০৮ নম্বর কক্ষের সামনে রক্ষিত বাক্স অথবা সদস্য-পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা), বিএডিসি'এর দপ্তরে রক্ষিত বাক্সে জমা দিতে হবে।

খ। সারের চাহিদা পূরণকল্পে কোন পর্যায়ে/শেষদিকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সারের জন্য একাধিক প্রস্তাবকের দর একই হলে লটারির মাধ্যমে এক বা একাধিক প্রস্তাব মনোনীত করা হবে। চূড়ান্ত মনোনয়ন জারীর ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঋনপত্র স্থাপনপূর্বক জামানতের অবশিষ্ট অর্থসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। হিসাবের সুবিধার্থে ঋনপত্র স্থাপনের তারিখে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যয়িত মুদ্রার বিনিময় হার (মার্কিন ডলার/টাকা) চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে বিনিময় হারের সঠিকতার বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক হতে যাচাই করা হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ঋনপত্র স্থাপনে ব্যর্থ হলে জামানত বাজেয়াপ্তসহ মনোনয়ন বাতিল করা হবে এবং তালিকার পরবর্তী দরদাতাকে সার সরবরাহের জন্য প্রস্তাব করা যাবে। বেসরকারী পর্যায়ে সার আমদানি অর্থায়নে ব্যাংক ঋনের সুদহার হবে ১১.০০ (এগার) শতাংশ।

গ। সার জাহাজীকরণের সর্বশেষ সময়সীমা ১৫ অক্টোবর ২০১৭। তবে যৌক্তিক কারণে জাহাজীকরণের সময়সীমা ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন ২৫ টাকা/টন পর্যন্ত জরিমানা আরোপের এখতিয়ার মন্ত্রণালয় সংরক্ষণ করে। জাহাজীকরণের সময়সীমা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবশ্যই মন্ত্রণালয়ের অনুমতি লাগবে।

ঘ। পাউডার মনো-এ্যামোনিয়াম ফসফেট (এমএপি) সারের চাহিদা তুলনামূলকভাবে কম (মাত্র ২০,০০০ মে. টন) হওয়ায় জাহাজীকরণের সুবিধার্থে একক প্রতিষ্ঠান মোট এমএপি সারের চাহিদার সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ পরিমাণ সারের জন্য আবেদন করতে পারবে।

ঙ। আমদানিকারকগণকে প্রস্তাবের সাথে সারের উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে **Manufacturer Certificate** জমা দিতে হবে। **Manufacturer Certificate**-এ সারের বিনির্দেশসহ সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহে সম্মত মর্মে উল্লেখ থাকতে হবে। বিগত ২৯/০১/২০১৫ তারিখ নং-১২.০০.০০০০.০৩০.০৪০.১১৫.১৫-৫৮ স্মারকে জারীকৃত "নন-ইউরিয়া সার আমদানি, বিক্রয় এবং ভর্তুকি বিতরণ পদ্ধতি" সংক্রান্ত পরিপত্র মোতাবেক প্রস্তাব দাখিলে ব্যর্থ হলে বা কোন অসম্পূর্ণ/ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তাব দাখিল করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

চ। বেসরকারী সার আমদানিকারকগণ নির্ধারিত মোকামে (চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, নগরবাড়ী ও নোয়াপাড়া) সার সংরক্ষণ করবেন। মোট আমদানিকৃত সারের মধ্যে চট্টগ্রামে ১০%; নারায়নগঞ্জে ৩০%, নগরবাড়ীতে ৩০% এবং নোয়াপাড়ায় ৩০% সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত মোকামসমূহ ছাড়া অন্য কোন মোকামে সার সংরক্ষণ করতে হলে মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন হবে।

০২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত নির্দেশনাসহ "নন-ইউরিয়া সার আমদানি, বিক্রয় এবং ভর্তুকি বিতরণ/প্রদান পদ্ধতি" সংক্রান্ত পরিপত্রের শর্তাদি প্রতিপালনপূর্বক সার আমদানি প্রস্তাব দাখিলের বিষয়ে সার আমদানিকারকগকে অবহিতকরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৫/৫/১৭

(শেখ বদিউল আলম)
উপ-প্রধান
ফোন: ৯৫৪০৬০৬
ই-মেইল ঃ alam.badiul@gmail.com

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন
আলরাজি কমপ্লেক্স, ১৬৬-১৬৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ

ঃ চেয়ারম্যান, বিএডিসি, কৃষি ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
ঃ সদস্য-পরিচালক, সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএডিসি, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা। (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)
ঃ মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ঃ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ঃ প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (পত্রটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)